



293635 - যবে ব্যক্তককোন এক দশে সফরে যাচ্ছনে যখনে তনক আটদনক থকে একটক কেরসে অংশ গ্রহণ করবনে; যবে কেরসে গভীর মনোযোগ দতে হব; এমতাবস্থায় কতর জন্যে রোযা নার রাখা বধে?

প্রশ্ন

আমক জেদেদাতে মুকীম। লণ্ডনে যাচ্ছক। সখনে আটদনক থাকব। সফরে উদদেশ্য হচ্ছে একটক আন্তর্জাতক মানরে পরীক্ষা পাস করার জন্য একটক প্রশক্কষণ কেরসে অংশ গ্রহণ করা। কেরসটর সময় হচ্ছে ইফতারে চার ঘণ্টা আগে থকে। মাগরবরে আযান পর্যন্ত কেরস চলবে। এ কেরস করতে কচ্ছু রোগীদের অবস্থার উপর নবড় মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। এমতাবস্থায় আমার জন্য রোযা নার রাখা কক জায়বে হব?

প্রয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

এক:

আপনার সফরে দনক ও ফরক আসার দনক শহরে ঘরবাড়ী অতক্করম করার পর রোযা ভঙেগে ফলো জায়বে। উদাহরণতঃ যদক আপনার সফর হয় জেদেদা থকে দুপুরে। তাহলে রাত থকে রোযার নয়ত করা ও পানাহার থকে বরিত থাকা আপনার উপর ওয়াজব; যতক্কষণ না আপনক শহরে ঘরবাড়ী অতক্করম করনে। অতক্করম করলে রোযা ভঙেগে ফলো আপনার জন্য জায়বে হব।

অনুরূপ বধান প্রয়োজ্য আপনার ফরেত আসার দনক। আপনক যদক দনকরে বলোয় সফর করনে তাহলে শহরে ঘরবাড়ী অতক্করম করার আগে রোযা ভঙেগবনে না।

যবে ব্যক্তক দনকরে বলোয় সফর করনে তার জন্য রোযা ভঙেগা জায়বে। এটক ইমাম আহমাদরে মাযহাব এবং শাফয়ে, ইসহাক ও দাউদরে অভমিত। এবং এটক অগ্রগণ্য অভমিত।

আর জমহুর আলমেরে মতে, যবে ব্যক্তক দনকরে বলোয় সফর করনে তার জন্য সেই দনকরে রোযা ভঙেগা জায়বে নয়।

ইবনে কুদামা (রহঃ) অগ্রগণ্য অভমিতরে দলল বরণনা করতে গয়বে বলনে: "যহেতে উবাইদ বনক জুবাইর (রহঃ) বলনে: আমক আবু বাসরা আল-গফারীর সাথে রমযান মাসে ফুসতাত থকে জাহাজে উঠেছলকাম। জাহাজ রওয়ানা হল। এরপর দুপুরে খাবারে



সময় হল। তখনও বাড়ীঘর অতিক্রম করনৈ। কনিতু তিনি দিস্তরখান বছিানোর নরিদশে দলিনে। এরপর বললনে: কাছে আস। আমি বললাম: আপনি বাড়ীঘর দখেছনে না? তিনি বললনে: তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সুননত থকে বমিখ হতে চাও? এরপর তিনি খিয়েছনে। [সুনানে আবু দাউদ] এরপর তিনি বলনে: যদি এটি সাব্যস্ত হয় তাহলে বাড়ীঘরগুলোকে পছনে ফেলোর আগে রোযা ভাঙা বধৈ হবে না। অর্থাৎ বাড়ীঘরগুলোকে অতিক্রম করা এবং এগুলোর মধ্য থকে বরে হয়ে যাওয়া।

আল-হাসান বলনে: যহৈ দিনে সফর করতে ইচ্ছুক সহৈ দিনি সে চাইলে নিজি বাসাতহৈ ইফতার করতে পারে। অনুরূপ কথা আতা থকেও বর্ণতি আছে। ইবনে আব্দুল বার বলনে: হাসানরে উক্তটি বরিল। নিজি গৃহে থাকাবস্থায় রোযা ভাঙার পক্ষয়ে কারো অভিমিত নহৈ। কোন আকলি দলিলেও নহৈ, নকলি দলিলেও নহৈ। হাসান থকে এর বিপরীত অভিমিতও বর্ণতি আছে। [আল-মুগনী (৩/১১৭) থকে সমাপ্ত]

দুই:

মুসাফরি ব্যক্তি যদি কোন শহরে চারদিনে বেশি থাকার নিয়ত করে তাহলে মালকে, শাফয়েি ও হাম্বলি মাযহাবে আলমেদরে মতে, তথা জমহুর আলমেদরে মতে, সে মুকীমরে হুকুমে পড়ৈ। একজন মুকীমরে উপর যা যা অনবির্য়; যমেন রোযা রাখা ও নামায় পরপূর্ণভাবে আদায় করা তার উপরেও সগেলো আদায় করা অনবির্য়।

ইবনে কুদামা বলনে: যদি মুসাফরি ব্যক্তি কোন শহরে ২১ ওয়াক্ত নামায় পড়ার নিয়ত করে তাহলে সে নামায়গুলো পূর্ণভাবে আদায় করবে। ইমাম আহমাদ থকে বর্ণতি প্রসদিধ অভিমিত হচ্ছৈ: যটেকু সময়কাল অবস্থান করার নিয়ত করলে মুসাফরি ব্যক্তিকে নামায় পরপূর্ণ সংখ্যায় পড়তে হবে সেটো হচ্ছৈ- ২১ ওয়াক্তরে চয়ে বেশি নামায়। আল-আসরাম, আল-মারযুকী ও অন্যান্য আলমেগণ এটি বর্ণনা করছনে। তাঁর থকে এটিও বর্ণতি আছে যে, যদি কেউ চারদিনি থাকার নিয়ত করে তাহলে সে ব্যক্তিও নামায় পূর্ণভাবে আদায় করবনে। আর যদি এর চয়ে কম সময় থাকার নিয়ত করে তাহলে কসর করে পড়বে। এটি ইমাম মালকে, শাফয়েি ও আবু ছাওররে অভিমিত। [আল-মুগনী (২/৬৫) থকে সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (৮/৯৯) এসছে: "যে সফরে বরে হলে সফররে ছাড়গুলো গ্রহণ করা যায় সেটো হলো প্রথাগতভাবে যটেকে সফর বলা হয়। এর দূরত্ব হচ্ছৈ প্রায় ৮০ কঃমিঃ। যে ব্যক্তি এ পরিমাণ দূরত্ব বা তার চয়ে বেশি দূরতবে সফর করবনে তিনি সফররে ছাড়গুলো ভোগ করতে পারনে; যমেন- তিনিদিনি তনিরাত মোজার উপর মাসহে করা, নামায়গুলো একত্রতি করে ও কসর করে আদায় করা, রমযানরে রোযা ভাঙ করা। এই মুসাফরি যদি কোন শহরে চারদিনে বেশি সময় থাকার নিয়ত করনে তাহলে তিনি সফররে ছাড়গুলো নতিে পারবনে না। আর যদি চারদিনি বা চারদিনে চয়ে কম সময় থাকার নিয়ত করনে তাহলে তিনি সফররে ছাড়গুলো নতিে পারবনে। আর যে মুসাফরি এমন কোন দশে অবস্থান করছনে কনিতু তিনি জাননে না যে, কবে তার প্রয়োজন শেষ হবে এবং তিনি অবস্থান করার জন্য নরিদষ্টি কোন সময় ধার্ষ্য



করবেন; তাহলে তিনি সফর অবস্থার সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে পারবেন; এমনকি যদি সে সময়টা অনেক লম্বা হয় তবুও।
এক্ষত্রে স্থল পথে সফর বা জল পথে সফর এ দুটোর মাঝে কোন পার্থক্য নাই।

পূর্ববর্ত আলোচনার আলোকে আপনি যিহেতে লন্ডনে আটদিন থাকার নিয়ত করছেন তাই এ অবস্থানকালে আপনার জন্য
নামায কসর করা ও রোযা ভাঙা জায়যে হবে না।

আপনি যি কষ্ট ও মনোযোগে দয়োর প্রয়োজন কথা উল্লেখ করছেন সেগুলো রোযা ভাঙার বধৈতা দয়ে না।

আরও জানতে দেখুন: [132438](#) নং ও [141646](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।